সর্বস্তরের ক্রেতাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে শেষ হল

জুম ল্যাপটপ ফেয়ার ২০১০

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিতে ঢাকার আগারগাঁও-এর 'বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জুম ল্যাপটপ ফেয়ার ২০১০। 'লাইট আপ দ্যা টেকনোলজি' এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ল্যাপটপ তথা প্রযুক্তিপ্রেমীদের বহুল প্রতীক্ষিত এই মেলা।

বিশ্বখ্যাত ১২টি কোম্পানি এইচপি, ডেল, আসুস, কমপ্যাক, ফুজিৎসু, গিগাবাইট, বেনকিউ, এসার, গ্রেট ওয়াল, তোশিবা, লেনোভো, হেইসি এবং অ্যাপল এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। ১৫টি প্যাভিলিয়ন এবং ৫টি স্টলে হরেক রকম মডেলের ল্যাপটপে সাজানো হয় এই মেলা।

২০ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন সিটিসেলের নির্বাহী প্রধান মাইকেল সিমোর এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি-র সভাপতি মোস্তফা জব্বার।

ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা এবং চট্টগ্রামে দু'বারের ব্যাপক সফলতার কথা মাথায় রেখে পঞ্চমবারের মত সিটিসেল আয়োজন করে এ মেলার। মাথাপিছু ২০ টাকা প্রবেশ মূল্যে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য মেলার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়। মেলার আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টিকেট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১০ শতাংশ শীতার্ত মানুষের সাহায্যার্থে এবং ১৫ শতাংশ ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষার্থে ব্যয় করা হবে। মেলার আয়োজক মেকার কমিউনিকেশনস-এর বিজনেস ডেভেলপমেন্টের আসিফ সারোয়ার খান সি নিউজকে জানান, এ মেলায় মোট ৩ হাজারের বেশি ল্যাপটপ বিক্রি হয়েছে। মেলা নিয়ে আয়োজকরা তাঁদের সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিকে ধাবিত হচ্ছে তা এ মেলা থেকেই স্পষ্ট অনুমেয়। এতে করে আমরা পরবর্তী কাজের জন্য আরো আগ্রহবোধ করছি। এ মেলার অভিজ্ঞতা আমাদের ক্রেতা সাধারণকে উন্নততর সেবাদানে উৎসাহিত করবে।' পাশাপাশি স্থানে বাণিজ্য মেলা হওয়া সত্ত্বেও এতে ল্যাপটপ মেলায় দর্শনার্থীদের কোনো কমতি ছিল না। শেষদিন শুক্রবার হওয়ায় মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড়।

তথ্য কণিকা

লেজার রশ্মি যাতে আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে সেজন্য চাঁদে কিছু আয়না রেখে এসেছেন নভোচারীরা। এ রশ্মি দিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদের দুরত্ব মাপা হয়।

সিটিসেল প্যাভিলিয়নে দর্শনার্থীদের জন্য ছিল ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাবহারের সুযোগ। মেলা থেকে যে কোনো ব্র্যান্ডের একটি ল্যাপটপ কিনলে সিটিসেল দিয়েছে একটি করে কুপন যা দিয়ে কম মুল্যে জুম মডেম ও সিটিসেলের সংযোগসহ হ্যান্ডসেট কেনার সুযোগ পেয়েছেন ক্রেতারা। ৪ হাজার ২শ টাকায় জুম আল্ট্রা মডেম কিনলে সঙ্গে ছিল সংযোগসহ ৬শ টাকার টকটাইম, ৬শ এসএমএস এবং এক বছরের জন্য বিটডিফেন্ডার ইন্টারনেট সিকিউরিটি।

৮টি নতুন মডেলসহ মোট ২২টি ল্যাপটপ নিয়ে তাদের প্যাভিলিয়নকে সাজিয়েছিল এসার। সবচেয়ে কম মুল্যে ল্যাপটপ দিয়েছে কোম্পানিটি। মাত্র ২৪হাজার ৮শ টাকায় বিক্রি হয়েছে এসার নোটবুক। এছাড়াও ল্যাপটপ প্রতি ২-৮হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়ও ছিল। এসারের প্যাভিলিয়নে তাদের বিভিন্ন মডেলের মধ্যে এবার বাড়তি সংযোজন ছিল থ্রিডি সফটঅয়্যারযুক্ত ল্যাপটপ এবং তা উপভোগ করার জন্য ফ্রি সানগ-াস। যে কোনো মুভিকে থ্রিডি সফটঅয়্যারটি দিয়ে কনভার্ট করে ব্যবহারকারীরা পেয়েছেন ত্রিমাত্রিক ছবি উপভোগের সুযোগ।

একটি আসুস ল্যাপটপ কিনলে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা ছাড়সহ ওয়াইম্যাক্স সংযোগদাতা কিউবি থেকে ৫০% ছাড়ে মোডেম কেনার সুযোগ ছিল। মেলার পরবর্তী সময়ে যেসব ল্যাপটপ বাজারে আসছে তার জন্য আগাম বুকিং দিলে ছিল লোভনীয় ডিসকাউন্ট। মেলায় আসুসের সর্বনিম্ন মূল্যের ল্যাপটপ ছিল ৪১ হাজার ৫শ টাকা। ডেল সর্বনিম্ন ৩০ হাজার ৫শ টাকায় ল্যাপটপ বিক্রি করেছে, মেলার পূর্বে যার মূল্য ছিল ৩৩ হাজার টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ৪ থেকে ১০ হাজার টাকা মেলা উপলক্ষে ছাড় ছিল। মালয়েশিয়ায় তৈরি ল্যাপটপের জন্য ছিল তিন বছরের ওয়ারান্টি। লেনোভোর ল্যাপটপ প্রতি ক্রেতাদের জন্য উপহার হিসেবে ছিল ১টি কালার প্রিন্টার/এজ মোডেম এবং টি শার্ট। মেলা

উপলক্ষে লেনোভো নিয়ে এসেছিল একদম নতুন মডেলের অল ইন পিসি নামে একটি ডেস্কটপ সিস্টেম কমবাইন্ড পিসি।

কম্পিউটার সোর্স তাদের ৪টি ভিন্ন প্যাভিলিয়নে অ্যাপল, ডেল, ফুজিৎসু, এইচপি, প্রোলিংক ল্যাপটপ প্রতি ৭-৮ শতাংশ ছাড় দিয়েছে এবং ডেল ও ফুজিৎসুর ল্যাপটপ প্রতি উপহারস্বরূপ ছিল একটি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের পারফিউম ও এন্টিভাইরাস সফটঅয়্যার।

স্মার্ট টেকনোলজিস মেলায় নিয়ে এসেছিল এইচপি-র আইসকুল অফার - একটি ল্যাপটপ কিনলে আরেকটি জেতার সুযোগ। ল্যাপটপ কিনলে সাথে স্ক্র্যাচ কার্ডে মোবাইল, পেনড্রাইভ, অয়্যারলেস মাউস, শার্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি জেতার সুযোগ। হাসি-র ল্যাপটপ কিনলে ছিল ওয়েবক্যাম, বু-টুথ উপহার।

এই মেলায় প্রধান স্পন্সর সিটিসেলের পাশাপাশি সহযোগী হিসেবে ছিল এইচপি, আসুস, এসার, লেনোভো এবং রেডিও পার্টনার এবিসি রেডিও, অনলাইন পার্টনার বিডিনিউজ। ■

- হাসান কুকু নাঈম